গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

এপ্রিল/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ১০.০৪.২০১৮ খ্রিঃ
সময় : বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট -'ক'-তে দেখানো হলো।

০৩। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতে গত ২৬.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি এপ্রিল/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২) কে অনুরোধ করেন। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)	বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং এ বিষয় ৩০.০১.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে জানানো হয় যে, রেলওয়ের যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে ট্রেন পরিচালনা করা এবং সর্বোচ্চ ৩০% দাঁড়ানো টিকেট ইস্যু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রেললাইনে দূর্ঘটনা পতিরোধে মোবাইল/হেডফোন ব্যবহার করে কিম্বা সাধারণভাবে রেললাইনে চলাচল না করা, রেল পারাপারের সময় সতর্ক থাকা ইত্যাদি বিষয়ে ইতোমধ্যেই ১০,০০০ (দশ) হাজার সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের স্টেশন ও যাত্রীবাহী কোচের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৫.০২.২০১৮ তারিখ জনাব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী, উপসচিব (বাজেট), জনাব মীর	(১) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ ট্রেন ও রেল স্টেশন পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মানসম্মত যাত্রীসেবা নিশ্চিতকল্পে কোনক্রমেই ৩০% এর অতিরিক্ত দাঁড়ানো টিকেট বিক্রি করা যাবে না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে দাঁড়ানো টিকেট বিক্রি করা যাবে না। দাঁড়ানো টিকিটে অবশ্যই কোচের নম্বর উল্লেখ করতে হবে।	(ক) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় (খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে

		আলমগীর হোসেন, উপসচিব (ভূমি) এবং জনাব সিরাজুছ ছালেকীন, সহকারী সচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-১) ঢাকা (কমলাপুর) স্টেশন হতে ছেড়ে যাওয়া ও ফিরে আসা ৫টি আন্তঃনগর ট্রেন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এছাড়া, উপসচিব (আইন) জনাব মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে ২৮.০৩.২০১৮ তারিখ ঢাকা স্টেশন হতে চট্টগ্রামগামী মহানগর প্রভাতী ট্রেনে এবং ২৯.০৩.২০১৮ তারিখ চট্টগ্রাম হতে ঢাকাগামী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেন ভ্রমণ করে যাত্রীবাহী কোচ ও স্টেশন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। সভাপতি পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ-কে তাদের পর্যবেক্ষণ সভায় অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকা স্টেশনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক, তবে টিকেটের সহজলভ্যতা, কালোবাজারি, ষ্ট্যান্ডিং টিকেট, সিট খালি যাওয়া সম্পর্কে যাত্রীদের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেন ও স্টেশনে জনবলের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক স্টেশন ও ট্রেন পরিদর্শন করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এ পরিদর্শনে পর্যবেক্ষন ও সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আন্ত:নগর ট্রেনসমূহের সিট কভার পরিচ্ছন্ন রাখা, অপরিচ্ছন্ন কভার নিয়মিত পরিবর্তন, হালকা আকাশি রংয়ের হেড কভার ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় জানানো হয়, সিটের বিপরীতে অধিক সংখ্যক স্ট্যান্ডিং যাত্রী ভ্রমণ করে, যার হার পূর্বাঞ্চলে ১১৬%, পশ্চিমাঞ্চলে ১৫৮%। সভাপতি নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং স্টেশন ও ট্রেনে যাত্রীসেবা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার, টিভি স্ক্রলে প্রচার এবং মোবাইল ফোনে সচেতনতামূলক বক্তব্য এস.এম.এস এর মাধ্যমে প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।	(৩) আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের সিটে হেড কভার (হালকা আকাশি রং) ব্যবহার করতে হবে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য হেড কভার সপ্তাহে দু'বার পরিবর্তন করতে হবে। (৪) ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে এবং বে-সরকারিভাবে ট্রেন পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (৫)উভয় অঞ্চলের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তাগণ ডিজি, বিআর এর মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	(ক)অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে (খ) মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে

৪.২	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	সভায় "Stone Throwing Area"-র থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উল্লিখিত এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন প্রসঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) জানান যে, রেললাইনের বাধা/প্রতিবন্ধকতা অপসারণের অংশ হিসেবে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান পরিচালনাকালে জানতে পারেন যে ফেব্রয়ারি/১৮ তে পূর্বাঞ্চলে ১০টি আন্ত:নগর ট্রেনের কোচে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে এবং Stone Throwing Area" হিসেবে চিহ্নিত ১৫ টি স্থানে আরএনবি কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ জানান যে, কেবল বাহির হতে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয় বরং ট্রেন হতে বাহিরে পাথর নিক্ষেপের ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়। স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে, হাটে-বাজারে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো এবং ইসলামী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদে মুসল্লীদের ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সচেতন করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বরোপ করেন। তিনি উপজেলা উল্লেখপূর্বক ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ নিবৃত্তিকরণের জন্য এলাকার জনগণকে সচেতন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করার নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ নিবৃত্তিকরণের জন্য উপজেলা উল্লেখপূর্বক এলাকার জনগণকে সচেতন করতে জেলা প্রশাসকদের উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করার নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করে পত্র দিতে হবে। একই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে এবং মসজিদে মুসল্লীদের সচেতন করার বিষয়ে নির্দেশনা দিতে যথাক্রমে ডিজি, ইসলামী ফাউন্ডেশন ও ডিজি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
		সভাপতি রেলস্টেশন ও রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হিজড়াদের উৎপাত বন্ধ, বস্তি উচ্ছেদ, পকেটমার, অজ্ঞান পার্টি ও ছিনতাই প্রতিরোধ এবং রেল লাইনে হাঁটা ও রেলে কাটা পড়ে প্রাণহানী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশ ও আরএনবি'র নিয়মিত অভিযান/তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পুনরায় অনুরোধ করেন। এছাড়া, তিনি ঢাকা-টঙ্গী রেল লাইনে মাঝে মাঝে টহলের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) রেলওয়ে পুলিশ ও আরএনবি'র নিয়মিত অভিযান/তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া ঢাকা-টঙ্গী রেল লাইনে মাঝে মাঝে টহলের ব্যবস্থা করতে হবে।	(ক) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ (খ) চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে

<table>
<tr>
<td>৪.৩</td>
<td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত</td>
<td>সভায় মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের তথ্যদি উপস্থাপন করা হয়।
বাংলাদেশ রেলওয়ে
<table>
<tr><th>শ্রেণি</th><th>মঞ্জুরিকৃত পদ</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্য</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৪৮</td><td>৪১৯</td><td>১২৯</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৩৫৬</td><td>৯০১</td><td>৪৫৫</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>১৫৩৫১</td><td>১২৯৮৯</td><td>২৩৬২</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>২৩০০৯</td><td>১১০০৭</td><td>১২০০২</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৬৪</td><td>২৫৩১৬</td><td>১৪৯৪৮</td></tr>
</table>
বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের নিয়োগ কার্যক্রম সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্নকরণের অগ্রগতি সভায় অবহিত করা হয় । বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রণীত টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পদভিত্তিক নিয়োগ কার্যক্রমের হালনাগাদ অগ্রগতি জানতে সভাপতি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করতে বলেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে জরুরি ভিত্তিতে পদভিত্তিক নিয়োগ কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রেরণ এবং আগামী জুন মাসে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ বিষয়ে একটি সভা আয়োজনের উদ্যোগ নিতে বলেন।</td>
<td>(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রণীত টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পদভিত্তিক নিয়োগ কার্যক্রমের হালনাগাদ অগ্রগতি জানার নিমিত্ত একটি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করবে।

(২) আগামী জুন মাসে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>(ক)অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়,
(খ)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে

অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৪</td>
<td>রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস।</td>
<td>সভায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাত ভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসের রাজস্ব অর্জনের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়।
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>শতকরা হার</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>৮০১৩</td><td>৭০২৯</td><td>৮৭.৭১</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৮১১১</td><td>৭৮০৬</td><td>৯৬.২৩</td></tr>
<tr><td>মালামাল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৩৪৯২</td><td>২১৭১</td><td>৬২.১৭</td></tr>
<tr><td>পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৯১৩</td><td>১৪৫</td><td>১৫.৮৮</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৩৬২১</td><td>৮৮৬</td><td>২৪.৪৬</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৬১৩৭</td><td>১১০০৮</td><td>৬৮.২১</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>রাজস্ব আয় সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত অর্জন মাত্র ৬৮.২১% যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক কম। সভাপতি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন। রাজস্ব আয়ের বিষয়টি এপিএর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় তথ্যাদিসমূহ IBAS++ কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করতে বাজেট অনুবিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>(১) রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের লক্ষ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(২) হিসাব বিভাগের সকল দপ্তর/স্টেশন-কে IBAS++ কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করতে হবে।</td>
<td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ/অপাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে

অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৫</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।

ছকটি আলাদা করা যাবেনা।</td>
<td>অবৈধ দখলে থাকা জমি এবং উদ্ধারকৃত জমি সম্পর্কিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ভূ-সম্পত্তি শাখার উপস্থাপিত প্রতিবেদনঃ
<table>
<tr><td>জমি পরিমাণ(একর)</td><td>সময়কাল</td><td>অঞ্চল</td><td></td><td>মোট</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>পূর্ব</td><td>পশ্চিম</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>ফেব্র:/ ১৮ পর্যন্ত</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>৬১৮৬০.২৮</td></tr>
<tr><td>অবৈধ দখলে</td><td>জানু:/ ১৮ পর্যন্ত</td><td>৬৯৩.৪৮</td><td>২৮৮১.২১৫</td><td>৩৫৭৪.২৬</td></tr>
<tr><td></td><td>ফেব্র:/ ১৮ পর্যন্ত</td><td>৬৭৯.৯০</td><td>২৯৫০.২১</td><td>৩৬৩০.১১</td></tr>
<tr><td>উদ্ধারকৃত</td><td>জানু:/ ১৮</td><td>২৫.৮৩</td><td>৪.১১</td><td>২৯.৯৪</td></tr>
<tr><td></td><td>ফেব্র:/ ১৮</td><td>১৬.২২</td><td>৫.৭৯</td><td>২২.০১</td></tr>
</table>
উপস্থাপিত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসে ৫৫.৮৫ একর জমি অবৈধ দখল হয়েছে এবং ৭.৯৩ একর জমি কম উদ্ধার হয়েছে। সভাপতি রেলওয়ের ভূমি পুনরায় অবৈধ দখল হওয়ায় এবং পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় ভূমি উদ্ধার কম হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অবৈধ জমি উদ্ধার কাযক্রমে তিনি মহাপরিচারক, বিআরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন।</td>
<td>নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাসহ উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদারে আরও তৎপর হতে হবে। উচ্ছেদ কার্যক্রমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।</td>
<td>(ক) অতিরিক্ত সচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়,
(খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে</td>
</tr>
</table>

৪.৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি	ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার বিবরণঃ	

অঞ্চল	পূর্ব মাসের জের		ফেব্রু:/১৮ মাসে নিষ্পত্তি		ফেব্রু:/১৮ মাসে নিষ্পত্তি		ফেব্রু:/১৮ মাসে সমাপনান্তে	
	মামলা	দাবীকৃত টাকার পরিমাণ	মামলা	আদায়-কৃত টাকার পরিমাণ			মামলা	দাবীকৃত টাকার পরিমাণ
পূর্ব	১১২	৫,৭৩,৮৭,০১৬	-	১,২৩,০৮১	-	-	১১২	৫,৭২,৬৩,৯৩৫
পশ্চিম	৪৮	৩,৯৫,৬৩,৪৭৩	-	৮,৪৭,৩০২	-	-	৪৮	৩,৯৪,৫৮,০৪৩
মোট	১৬০	৯৬,৯৫০,৪৮৯	-	৯৭০,৩৮৩	-	-	১৬০	৯৬,৭২১,৯৭৮

উপস্থাপিত তথ্যাদি হতে দেখা যায়, পূর্বর্তী মাসের তুলনায় সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যায় কোন হ্রাস/বৃদ্ধি হয়নি অর্থাৎ নতুন কোন মামলা দায়ের বা নিষ্পত্তি হয়নি। তবে মোট আদায় ৯,৭০,৩৮৩/- টাকা, যা পূর্ববর্তী মাসের আদায় (২,৭৪,০৬১/-) হতে ৬,৯৬,৩২২/- টাকা বেশি। সভাপতি সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিসহ প্রতিবেদনে হ্রাস/বৃদ্ধির সংযোজনসহ হালনাগাদ তথ্যাদি প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।	সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিসহ প্রতিবেদনে হ্রাস/বৃদ্ধির সংযোজনসহ হালনাগাদ তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।	(ক) মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে (খ) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব / পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ।	সময়মত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ ও সংশ্লিষ্ট একাউন্টে এর প্রতিফলন বিষয়ে সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সে অনুযায়ী সভায় ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাবী এবং পরিশোধিত ভূমি উন্নয়ন করের বিবরণ উপস্থাপন করা হয়।	(১)ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।	(ক)মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে (খ) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে

অঞ্চল	ডিসে/ ১৭ মাস পর্যন্ত দাবী (কোটি)	ভূমি উন্নয়ন কর খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০১৭-১৮)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ (২০১৭-১৮)		
			আগস্ট/১৭ পর্যন্ত পরিশোধিত (২০১৬-১৭)	অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত পরিশোধিত	মোট
পূর্ব	৫.০০ কোটি	১৭.০০ কোটি	১০.০০ কোটি	-	
পশ্চিম	-	১২.০০ কোটি	৬.৬৬ কোটি	-	
মোট	৫.০০ কোটি	২৯.০০ কোটি	১৬.৬৬ কোটি	-	

		ডিজি, বিআর জানান যে, ১৮৯০ সালের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন করের আওতামুক্ত ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে ভূমি উন্নয়ন করের আওতায় নিয়ে আসা হয়। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতিত পৌরকর, হোল্ডিংকর প্রভৃতি করের আওতামুক্ত থাকবে। তাছাড়া, রেলওয়ে এলাকায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রয়েছে। সভাপতি জানান যে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ নয়। তিনি জানান, কতিপয় ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর ছাড়া অন্যান্য কর পরিশোধের নজির রয়েছে। তাই পরিশোধ করা/না করার বিষয়টি আগে সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত অন্যান্য কর পরিশোধের আইন/বিধিগত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়

৪.৮ মার্চ/১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি এবং দাবী ও নিষ্পত্তির বিবরণঃ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/অঞ্চল	মার্চ/১৮ পর্যন্ত মোট আপত্তি				মার্চ/১৮ মাসে নিষ্পত্তি				মার্চ/ ১৮ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তি ও দাবী			
		সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট দাবী	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট আদায়	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট টাকা
১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	জিআইবিআর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	বি আর	৫৮০	৫৩	১১০	১৩৬১২৬১	-	-	-	-	৫৮০	৫৩	১১০	১৩৬১২৬১
৪	বি আর (পূর্বঅঞ্চল)	৪৬৮৪	৫৪৯	১৬৭	৫৩৫২৫৯৬৩৯		১	-	২,২০,০১৮	৪৬৯৩	৫৪৮	১৬৭	৫৩৫০৪০৩৪১
৫	বিআর (পশ্চিমাঞ্চল)	৭৫৮২	৫৭৯	৩৩৭	১৫৮০৪০৬২	১৩	-	-	-	৭৫৭২	৫৭৯	৩৩৭	১৫৮০৪০৬২
৬	মোট	১২৮৩৬	১১৮১	৬১৪	৫৫৩৩৫৭১৯৭	১৩	১	-	২,২০,০১৮	১২,৮৪৫	১১৮০	৬১৪	৫৫২২০৫৬৬৪

বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উভয় অঞ্চলে প্রতি মাসে ১২টি করে দ্বীপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান বিষয়ে সভাপতি মহাব্যবস্থাকগণের নিকট জানতে চান। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) জানান যে, সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং আগামী সমন্বয় সভার প্রতিবেদনে এর প্রতিফলন দেখা যাবে। সভাপতি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অত্যন্ত কার্যকর উল্লেখ করে তিনি এ সকল সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের প্রতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। উপস্থাপিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, পূর্বাঞ্চলে মাত্র ১ টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। মার্চ/২০১৮ মাসে কোন নিষ্পত্তি নেই।	প্রতি অঞ্চলে মাসে ১২টি করে সভা অনুষ্ঠানসহ নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) অতিরিক্ত সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয় (খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (গ) মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr>
<td>৪.৯</td>
<td>ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/ উদ্ভাবনী বিষয়</td>
<td>ডিজি, বিআর সভায় জানান যে, তাঁর আওতাধীন সিএসটিই (টেলিকম) দপ্তরে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গত ০১.০৭.১৭ তারিখ হতে ২৮.০২.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৬ টি নথি খোলা হয়েছে। ই-নথিতে নোট উপস্থাপন করা হয়েছে ২৩১ টি। ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে নোট উপস্থাপন করা হয়েছে ৬০ টি। অর্থাৎ মোট কার্যক্রমের শতকরা ৭৯ ভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনা কোষ, সংস্থাপন এবং প্রকৌশল দপ্তরে ই-ফাইলিং শুরু হয়েছে । রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, সভায় ই-ডাক আপলোডের জন্য ২য় তলায় একটি ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।</td>
<td>১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তাবায়নে প্রতি শাখায় কমপক্ষে ৪০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং এর আওতায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

২। প্রোগ্রামার প্রতিমাসে উপস্থাপিত ও নিষ্পত্তিকৃত নথির সঠিক তথ্য সভায় উপস্থাপন করবেন।</td>
<td>(ক) অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়
(খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে

প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.১০</td>
<td>রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম।</td>
<td>অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ সভায় ট্রেনে অস্ত্র, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য বেআইনী মালামাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় মার্চ/১৮ মাসের পুলিশি অভিযান, মোবাইল কোর্টের বিবরণী এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মামলার পরিসংখ্যান বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়:
পুলিশী অভিযান ও মোবাইল কোর্ট
(টিকেট কালোবাজারি, বিনা টিকেটে ভ্রমণ, ছাদে ভ্রমণ, চুরি, ভিক্ষুক/হিজরা/হকার/ভবঘুরে উৎপাত প্রভৃতি)
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>ফেব্রু/১৮</th><th>জানু/১৮</th><th>ফেব্রু/১৭</th></tr>
<tr><td>ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান</td><td>১৭</td><td>০৬</td><td>৫৩</td></tr>
<tr><td>পুলিশ অভিযান</td><td>২৪১৮</td><td>২৫৫০</td><td>২৩৭২</td></tr>
<tr><td>গ্রেফতারের সংখ্যা</td><td>৫১০৩</td><td>৩৮৪৭</td><td>১৪৫৭</td></tr>
<tr><td>বিচারাধীন</td><td>৪৪৫</td><td>৩২৩</td><td>১২৬</td></tr>
<tr><td>জরিমানা (টাকা)</td><td>৯৩২৪৩৭</td><td>৬৭৪৮৫০</td><td>২০৪৮৭৬</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মামলার সংখ্যা

বিবরণ	ফেব্রু/১৮	জানু/১৮	ফেব্রু/১৭
মাদকদ্রব্য	৪৩	৪১	৩১
চোরা-চালানী	০৮	১০	০৯
জিডির সংখ্যা	২৭	৩৪	৫০
গ্রেফতার সংখ্যা	৫৩	৫৭	৫০
আটক মালের মূল্য (টাকা)	৫১৮১০৬০	২৭৭২৮৬০	৬৭২৭১৯০

প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জানুয়ারি/২০১৮ মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১১ টি অভিযান বেশি হয়েছে। পুলিশি অভিযান ১৩২ টি কমেছে। তবে গ্রেফতারের সংখ্যা ১২৫৬ টি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচারাধীন মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২২ টি এবং জরিমানা বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৫৭,৫৮৭ টাকা। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ জানান, এ সকল অপরাধ হ্রাসে ট্রেনের গার্ড ও ইঞ্জিন কক্ষে অবৈধভাবে যাত্রী ভ্রমণ পরিহার প্রয়োজন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস) জানান যে, পাশ ব্যতিরেকে ট্রেনের ইঞ্জিন কক্ষে প্রবেশের সুযোগ নেই, কেউ করলে তা সম্পূর্ণ বেআইনী। সভাপতি ট্রেনের গার্ড ও ইঞ্জিন কক্ষে যাত্রী পরিবহন না করার বিষয়ে ট্রেনের লোকোমোটিভ মাস্টার ও গার্ডদের সতর্ক করার ও প্রয়োজনীয় শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ প্রদান করেন।

(১) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত ও পুলিশি অভিযান মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) ট্রেনের গার্ড ও ইঞ্জিন কক্ষে যাত্রী পরিবহন না করার লক্ষ্যে ট্রেনের লোকোমোটিভ মাস্টার ও গার্ডদের সতর্কীকরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধি মোতাবে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
(খ) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
(গ) চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/ওপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে

<table>
<tr>
<td>৪.১১</td>
<td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।</td>
<td>বিভাগীয় মামলাসমূহের প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়।
বিভাগীয় মামলা (বাংলাদেশ রেলওয়ে)
<table>
<tr><th>পূর্ব মাসের জের</th><th>ফেব্রু:/১৮ মাসে আগত মামলা</th><th>মোট মামলা</th><th>ফেব্রু:/১৮ মাসে মাসে নিষ্পত্তি</th><th>মাস শেষে অনিষ্পন্ন মামালা</th></tr>
<tr><td>২৩৩</td><td>১৯</td><td>২৫২</td><td>২১</td><td>২৩১</td></tr>
</table>
বিভাগীয় মামলা (রেলপথ মন্ত্রণালয়)
<table>
<tr><th>পূর্ব মাসের জের</th><th>ফেব্রু:/১৮ মাসে আগত মামলা</th><th>মোট মামলা</th><th>ফেব্রু:/১৮ মাসে মাসে নিষ্পত্তি</th><th>মাস শেষে অনিষ্পন্ন মামালা</th></tr>
<tr><td>৫১</td><td>০</td><td>৫১</td><td>০</td><td>৫১</td></tr>
</table>
বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২১ টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td>
<td>(ক)অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
(খ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.১২</td>
<td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td>
<td>সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয় আলোচনা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ রেলওয়েতে অনিষ্পন্ন ১৩টি বিষয়ের তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন তালিকা পাওয়া যায়নি । সভাপতি দ্রুত অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পত্তি করতে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কোন অনিষ্পন্ন বিষয় থাকলে তা আগামী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>(১)অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তালিকা হালনাগাদকরণসহ দ্রুত তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২)বাংলাদেশ রেলওয়ের কোন অনিষ্পন্ন বিষয় থাকলে তা আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.১৩</td>
<td>বিবিধঃ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ক) প্রতিবেদন সংক্রান্ত</td>
<td>বিগত সভায় প্রতিবেদনসমূহ নির্ধারিত সময়ে এবং প্রতিবেদনের সফট কপি ইউনিকোডে ই-মেইলযোগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত থাকলেও সকল ক্ষেত্রে তা বাস্তাবায়ন হয়নি মর্মে উপসচিব, প্রশাসন-২ জানান। এছাড়া, প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট তথ্য প্রদানের বিষয়ে প্রধানমমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র পাঠ করে তা যথাযথ অনুসরণের নিমিত্ত সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।</td>
<td>(১) অগ্রগতি প্রতিবেদন চাহিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন প্রতি মাসের ২ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
</table>

			(২) প্রতিবেদনের সফট কপি ইউনিকোড ব্যবহার করে আবশ্যিকভাবে ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে। (৩) প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে।	
	(খ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক (১) ভূমি ব্যবহার/বরাদ্দ, (২) স্টেশনে ও ট্রেনে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন বিষয় উপস্থাপিত হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান, বড় স্টেশনগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। রেলওয়ে পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মানের নিমিত্ত ভূমি বরাদ্দ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শন কর্তৃক ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত উপস্থাপিত প্রস্তাবের বিষয় বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
		(খ) ট্রেন ও ক্যান্টিনে মানসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা হয়।	(২) ট্রেনে মানসম্মত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
		(গ) সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলে সর্বসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিকরণে সরকারি রেলপথ পরিদর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(৩) সরকারি রেলপথ পরিদর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
		(ঘ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পৃথক সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন।	(৪) এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পৃথক সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) রেলপথ মন্ত্রণালয়

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)

সচিব